দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 SEP 1998
পৃঃ ৩ কলাম ৮

126

আগামীকাল সংসদ অধিবেশনে বিল উঠবে

ঢাকাসহ ৮ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক প্রো-ভিসি পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জাতীয় সংসদের আগামীকাল সোমবার শুরু হওয়া অধিবেশনে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধনের বিল উত্থাপন করা হবে। চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ব্যক্তিকে প্রো-ভিসি পদে নিয়োগ দিতে পারবেন। খবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রের।

জানা যায়, দেশে স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ২৭টি। এগুলোর মধ্যে ১৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক প্রো-ভিসি পদ চলতি বছরের এপ্রিলে চালু করা হয়। স্বায়ত্তশাসিত ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক প্রো-ভিসি পদ আছে। এগুলো হচ্ছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। বাকি আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে প্রো-ভিসি পদ আছে। অথচ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল নামমাত্র একাধিক প্রো-ভিসি নিয়োগ দেয়া হবে না, কাজের দিক থেকেও তাঁদের মূল্যায়ন হবে। অর্থাৎ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি পদে নিয়োগপ্রাপ্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অর্থ কমিটি এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সদস্য হবেন।

এদিকে ইসলামী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি পদই নেই। এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বা একাধিক প্রো-ভিসি পদ সৃষ্টি করা হবে। এ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরা সিন্ডিকেট, অর্থ কমিটি, একাডেমিক কমিটি এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সদস্য হবেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক প্রো-ভিসি পদ থাকলেও নিযুক্ত ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য নন। তাই আইন সংশোধন করে নিযুক্তদের বিভিন্ন কমিটির সদস্য করা হবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি পদ না থাকায় এক বা একাধিক পদ সৃষ্টি করা হবে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্য দু'জনের স্থলে চারজন করা হবে। কারণ '৭৩ সালে যখন দু'জন সদস্য ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ছ'টি। এখন দেশে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭টি। তাই সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সদস্য বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একাধিক প্রো-ভিসি পদ সৃষ্টির কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মপরিধি ও ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে। তাই একজন প্রো-ভিসির পক্ষে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এদিকে প্রো-ভিসি পদ সৃষ্টির আভাস পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারী দলের সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে এ পদ নিয়ে লবিং গ্রুপিং শুরু হয়েছে।